Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.123-130
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

কালের অস্তিত্ব প্রমাণে ভাট্ট মীমাংসকের দৃষ্টিভঙ্গি

তিথি খাতুন
এম.ফিল রিসার্চ স্কলার, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
In general, we understand kāla as time. This time is imperceptible and something, that cannot be measured. The law of nature is change. This change happens over time. No one can exist independently without this time. A discussion of other philosophical theories is not complete without the concept of time. Hence, discussion of time can be observed in almost all eras. Even, the discussion of time is particularly noticeable in Indian philosophy. Among the Indian philosophical communities; the Jaina, Nyaya-Vaisesika and Mimāmsa community have accepted kāla as substance. Also, the discussion of time is observed in various ways in other communities of Indian philosophy. Sometimes by causal theory and sometimes by cosmology. Among these communities there is a difference of opinion regarding the existence of Bhattas Mimāmsakas belonging to the Mimāmsa community with Vaisesika community. The Bhattas say that time is perceptible, while the Vaisesikas say that time is inferred. But in general time is not perceptible, it is omnipresent. The topic of discussion of this article is, through which argument Bhattas called kāla dravya perceptible? How acceptable are those arguments? Also, why didn't the Bhattas called kāla dravya inferred? In an attempt to find the answer to all these questions, I have undertaken to write this article.

Keywords: kāla, perceptible, inferred, memory, substance.

সাধারণভাবে কালকে আমরা সময় বলেই বুঝি। এই সময় অদৃশ্য এবং এমন এক বিষয় যাকে পরিমাপ করা যায় না। প্রকৃতির নিয়ম হল পরিবর্তন। এই পরিবর্তন সময়ের অবলম্বনেই ঘটে থাকে। কেউই এই পরিবর্তিত সময়ের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে নিজ সত্তায় অস্তিত্বশীল হতে পারে না। কালের ধারণা ব্যতিরেকে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাও সম্পূর্ণতা লাভ করে না। তাই কালের আলোচনা প্রায় সমস্ত যুগেই লক্ষ্য করা যায়। এমনকি, ভারতীয় দর্শনেও কালের আলোচনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈন, ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসা সম্প্রদায় কালকে দ্রব্যরূপে স্বীকার করেছেন। এছাড়াও, ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায় গুলির মধ্যেও নানান ভাবে কালের আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। কখনও কার্য-কারণ তত্ত্ব দ্বারা আবার কখনও বা সৃষ্টিতত্ত্বের দ্বারা। উক্ত সম্প্রদায় গুলির মধ্যে বৈশেষিক দর্শনের সাথে মীমাংসা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ভাট্ট মীমাংসকগণের কালের অস্তিত্ব প্রমাণ নিয়ে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। ভাট্টগণ বলেছেন কালদ্রব্য প্রত্যক্ষগম্য, অপরদিকে বৈশেষিকগণ বলেছেন কালদ্রব্য অনুমানগম্য। কিন্তু সাধারণভাবে

কাল প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, এটি সর্বজনসিদ্ধ। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়বস্তু হল, কোন যুক্তির মাধ্যমে ভাট্টগণ তাহলে কালদ্রব্যকে প্রত্যক্ষগম্য বলেছেন? সেই যুক্তিগুলি কতটা গ্রহণযোগ্য? এছাড়াও, ভাট্টগণ কেন কালদ্রব্যকে অনুমানগম্য বলেননি? এই সকল প্রশ্নের সদুত্তোর খোঁজার চেষ্টায় আমি এই প্রবন্ধ রচনায় ব্রতী হয়েছি।

ভারতীয় দর্শনে আস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম একটি সম্প্রদায় হল মীমাংসা। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি জৈমিনি। উক্ত সম্প্রদায়টি তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত, সেগুলি হল - প্রাভাকর সম্প্রদায়, ভাট্ট সম্প্রদায় ও মিশ্র সম্প্রদায়। প্রাভাকর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আচার্য প্রভাকর মিশ্র। ভাট্ট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আচার্য কুমারিল ভট্ট। মিশ্র সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হলেন মুরারী মিশ্র।

মীমাংসা সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হল, ধর্মের স্বরূপকে যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করা। ধর্ম বিষয়ে বলতে গেলে জিজ্ঞাসা হয়- ধর্মের লক্ষণ কি? এবং তদবিষয়ে প্রমাণ কি? ধর্মের লক্ষণ সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন, "চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ"। ধর্মের প্রমাণ দেবার অবসরে তাঁরা প্রমাণ পদার্থ স্বীকার করেছেন এবং শুধু তাই নয় অনেকগুলি প্রমেয় পদার্থের কথাও বলেছেন। ভাট্ট মতানুযায়ী, প্রমেয় পদার্থ পঞ্চবিধ। যথা - দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও অভাব।[১] পঞ্চবিধ পদার্থের মধ্যে প্রথম পদার্থটি হল দ্রব্য। এই দ্রব্য এগারোটি ভাগে বিভক্ত। সেগুলি হল- পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, মন, তম ও শব্দ।[২] এই এগারোটি দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম হল কাল। তাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল, কালের অস্তিত্ব প্রমাণে ভাট্ট মীমাংসকের দৃষ্টিভঙ্গি।

বৈশেষিক আচার্য প্রশস্তপাদ পদার্থধর্মসংগ্রহ নামক গ্রন্থে কালের লক্ষণের উল্লেখ করেছেন এবং অস্তিত্ব প্রমাণের যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু কুমারিল ভট্ট, বৈশেষিকদের মতো কালের কোন লক্ষণের উল্লেখ করেন নি। তাঁদের প্রমেয় পদার্থরূপে স্বীকৃত কালের যে আলোচনা সেইখানে, বৈশেষিকগণ কালের অস্তিত্ব প্রমাণ স্বপক্ষে যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন, সেগুলির খণ্ডন-পূর্বক তাঁদের কাল সম্পর্কিত মতটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

ভাট্ট সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী, কাল প্রত্যক্ষযোগ্য।[৩] এই প্রসঙ্গে তাঁদের যুক্তিগুলি হল নিম্নরূপ:

ভাট্ট মীমাংসক সম্প্রদায়ের মানমেয়োদয় গ্রন্থে প্রত্যক্ষের বিষয় কারা হতে পারে, তার একটি তালিকা নিম্নোক্ত শ্লোকে প্রদত্ত করা হয়েছে। শ্লোকটি হল-

'ইন্দ্রিয়ব্যতিরিক্তানি দ্রব্যাণ্যেষাং চ জাতয়ঃ।
প্রায়েণ গুণকর্মাণি প্রত্যক্ষাণীতি বক্ষ্যতে।।'[৪]

অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ব্যতিরিক্ত সকল দ্রব্য, ঐ দ্রব্যসমূহে আশ্রিত জাতিসমূহ এবং অধিকাংশ গুণ ও কর্ম প্রত্যক্ষযোগ্য। অতএব, কাল নামক দ্রব্যটি ভাট্ট মতানুযায়ী প্রত্যক্ষগোচর। ভাট্ট সম্প্রদায় কালকে যে কেবল প্রত্যক্ষগোচর বলেছেন তাই নয়; তাঁদের মতানুযায়ী, কাল সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কাল প্রত্যক্ষযোগ্য। কাল যে সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা প্রমাণ করার জন্য ভাট্ট সম্প্রদায় বলেছেন, এমন কোন জ্ঞান নেই, যাতে কাল বিষয় রূপে প্রতীয়মান হয় না। জ্ঞানের বিষয়মাত্রই অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ বলে প্রতীয়মান হয়। স্মরণাত্মক জ্ঞানের বিষয় নিয়মতঃ অতীত রূপে প্রতীত হয়, প্রত্যক্ষের বিষয় নিয়মতঃ বর্তমান বলে প্রতীত হয় এবং পরোক্ষ অনুভবের বিষয় পরিস্থিতি অনুসারে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বলে

প্রতীয়মান হতে পারে। কোনও স্থলে ভস্মস্তূপ দেখে অনুমান করা যায় যে অতীতে ঐ স্থলে অগ্নি ছিল। ধুমায়মান-পর্বত দর্শন করার পর ঐ পর্বত যে বহ্নিমান তা অনুমান করা যায়। আবার আকাশে ঘন মেঘ দেখার পর আসন্ন বৃষ্টিরও অনুমান করা যায়। অন্যান্য পরোক্ষ অনুভবের স্থলেও এইরূপ ভাবে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বিষয় হয়ে থাকে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালিক বিশেষণ। প্রত্যক্ষজ্ঞানে যা বিষয় হয় তা বর্তমান বলে প্রতীত হওয়ায় কালকে প্রত্যক্ষের বিষয় অবশ্যই বলতে হবে। কোনও ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষে যা বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়, তা ঐ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্য অবশ্যই হয়। এইজন্য কোনো প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়জন্য, সেই প্রত্যক্ষের বিষয়ের বিশেষণরূপে প্রতীয়মান কাল সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয়। সকল প্রকার প্রত্যক্ষেই প্রত্যক্ষীভূত বিষয় বর্তমানত্ব নামক কালিক বিশেষণ যুক্ত হয়ে প্রতীয়মান হয় বলে কালকে সর্বেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বলে স্বীকার করা হয়।[৫]

ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেছেন, কাল হল আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। যদি কালকে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষে না পাই তাহলে কোন ঘটনার ধীরতা, দ্রুততা, ক্রমপর্যায় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য গুলি কখনোই আমাদের প্রত্যক্ষে প্রাপ্ত হয় না। এই ঘটনা গুলির যে প্রত্যক্ষযোগ্য পরিবর্তন, সেই পরিবর্তনগুলি কালের ধারণার সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িত এবং ঘটনা গুলি সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষে প্রাপ্ত কালকে একটি বিশেষণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। বৈশেষিকগণের মত অনুযায়ী, প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে কালকে আমরা পাই না। তাই তাঁরা সৌরগতির উল্লেখের মাধ্যমে কালের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ন্যায় বৈশেষিকদের মতানুযায়ী, কালকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে পাওয়া যায় না, তার কারণ হল কালের মধ্যে উদ্ভূত রূপের অভাব রয়েছে। এই বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত নয়। বৈশেষিক দর্শনের মতটিকে যদি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তাহলে আমরা দেখতে পাই, দ্রব্যরূপে কালের অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে স্বীকার না করার কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, কালে উদ্ভূত রূপের অভাব রয়েছে, তাই কাল অনুমানগম্য। কোনো একটি দ্রব্যকে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হতে হলে তার মধ্যে উদ্ভূতরূপ এবং মহৎ পরিমাণ থাকতে হবে। কিন্তু আমরা কিছু দ্রব্যকে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য রূপে স্বীকার না করার কারণ স্বরূপ উক্ত নিয়ম দুটি পূরণ হতে দেখি না। যেমন - পরমাণুকে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য রূপে স্বীকার না করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি নিয়মকেই পূরণ হতে দেখি, সেটি হল উদ্ভূতরূপ। এই উদ্ভূতরূপ থাকা সত্ত্বেও পরমাণুকে অপ্রত্যক্ষযোগ্য বলা হয়। শুধুমাত্র অণুপরিমাণ যুক্তির দ্বারা পরমাণুকে অনুমানগম্য বলা হয়। এই ধরনের দ্রব্য প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোনো একটি নিয়মকে সার্বজনীন রূপে স্বীকার না করার জন্য ভাট্ট মীমাংসকগণ, বৈশেষিকগণের এই যুক্তিকে স্বীকার করেন না। উদ্ভূতরূপের অভাব থাকা সত্ত্বেও কালকে আমরা প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। এই হেতু এই নিয়মের পরিহার সঙ্গত হয় না। তাই ভাট্ট মীমাংসাগণের মতানুযায়ী, কাল সর্বদা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। অতএব, কাল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলার অর্থ হল, সর্বদাই সেখানে কোনো ঘটনা বা বস্তুর বিশেষণ রূপে কালের উপস্থিতি। কাল ব্যাতীত কোনো কিছুরই প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। কাল যদি সমস্ত বিষয় বস্তু বর্জিত হয়, তাহলে কালের প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। কেননা এটা অবশ্যই সত্য যে কাল নিজের দ্বারা অনুভূত হয় না, স্বাধীন মূর্ত বস্তু হিসেবেও না। কিন্তু এর মাধ্যমে কাল অপ্রত্যক্ষযোগ্য- এটি প্রমাণিত হয় না। কালের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে শুধুমাত্র বলা যায় যে, কালকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বিশেষণ হিসেবে প্রত্যক্ষ করা যায়।[৬]

নারায়ণ ভট্ট অনুমান প্রমাণের মাধ্যমে আকাশ, দিক ও কালের প্রত্যক্ষত্বের উপপাদন করেছেন। সেই অনুমানের আকারটি হল -

দিক, কাল, আকাশ (পক্ষ),

প্রত্যক্ষত্বটি (সাধ্য),
মনোভিন্নত্ববিশিষ্টবিভুত্ব (হেতু).. দৃষ্টান্ত- আত্মা।

উপরিক্ত অনুমানের আকারটিকে আরও সহজভাবে বোধগম্য হওয়ার জন্য অন্বয়ী ব্যাপ্তির উল্লেখ করা হল। যেখানে যেখানে মনোভিন্নত্ববিশিষ্টবিভুত্ব, সেইখানে সেইখানে প্রত্যক্ষত্ব অথবা যেখানে যেখানে প্রত্যক্ষত্ব, সেইখানে সেইখানে মনোভিন্নত্ববিশিষ্টবিভুত্ব। যেমন - আত্মা। এইভাবে অন্বয়ী দৃষ্টান্তের উল্লেখের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, যেহেতু আত্মা মনোভিন্ন বিভুদ্রব্য এবং প্রত্যক্ষের বিষয়, সেইহেতু একইভাবে আকাশ, কাল ও দিক মনোভিন্ন বিভুদ্রব্য বলে প্রত্যক্ষযোগ্য হবে।[৭]

ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেছেন, ন্যায়-বৈশেষিক স্বীকৃত যুগপৎ, এখন, তখন ইত্যাদি জ্ঞানের দ্বারা কালের অনুমান হতে পারে না। যেমন- 'রাম ও শ্যাম যুগপৎ এসেছে', 'বাবা অনেক বিলম্বে এসেছে' ইত্যাদি জ্ঞান গুলির ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এই বিষয় গুলি কি কাল বিষয়ক না অন্য বিষয়ক ? অন্য বিষয়ক তা বলা যেতে পারে না। যেহেতু সেই ভিন্ন পদার্থ গুলি যখন কাল থেকে ভিন্ন তখন সেই কাল থেকে ভিন্ন যে যৌগপদ্য প্রভৃতি লিঙ্গ (হেতু) তাদের সঙ্গে কালের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ না হলে সেই যৌগপদ্য প্রভৃতি হেতুর দ্বারা পরিশেষ অনুমিতি রূপে কালের জ্ঞান হতে পারে না। যুগপৎ ইত্যাদি জ্ঞানের বিষয় - যদি কাল থেকে ভিন্ন হয় তাহলে সেই যুগপৎ অর্থাৎ যৌগপদ্য হেতুর সঙ্গে কালের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ না করলে কি করে সেই হেতুর দ্বারা কালের অনুমান হবে? কেননা একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কোনো কিছুকে অনুমানের মাধ্যমে প্রমাণিত করতে হলে, অনুমেয়ের সহিত হেতুর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হওয়া আবশ্যক। আর যদি কালের সহিত সেই হেতুর সম্বন্ধ নিশ্চয় স্বীকার করা হয়, তাহলে সম্বন্ধের প্রত্যক্ষবশত কালরূপ সম্বন্ধীর প্রত্যক্ষের প্রসঙ্গই হয়ে যাবে।

আর যদি বলা যায় যুগপৎ ইত্যাদি জ্ঞানগুলি কাল বিষয়ক। তাহলে প্রশ্ন হবে সেই জ্ঞান কি ইন্দ্রিয়জন্য অথবা লিঙ্গজন্য? সেই জ্ঞানকে লিঙ্গজন্য বলা যায় না। কারণ বৈশেষিকগণ যুগপৎ প্রভৃতি জ্ঞানকেই কালের অনুমাপক হেতু (লিঙ্গ) বলেন। সুতরাং, যুগপৎ প্রভৃতির জ্ঞান অন্য লিঙ্গজন্য নয়। আর যদি সেই যুগপৎ প্রভৃতির জ্ঞান, সেই যুগপৎ প্রভৃতির জ্ঞানরূপ লিঙ্গজন্য হয়, তাহলে আত্মাশ্রয় দোষের আপত্তি হয়ে যায়। নিজে নিজজন্য বললে উৎপত্তিতে আত্মাশ্রয় দোষের উৎপত্তি হয়। আর যদি বলা হয় যুগপৎ ইত্যাদি জ্ঞান গুলি ইন্দ্রিয়জন্য, তাহলে কালের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ যুগপৎ প্রভৃতির জ্ঞান কালকে বিষয় করে এবং বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়জন্য হওয়ায়, কাল বিষয়ক জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য ইহাই সিদ্ধ হয়ে যায়। তাহলে কাল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় - এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। অতএব, 'এখন হল সকাল', 'এখন হল সন্ধ্যা' ইত্যাদি আকারে জ্ঞানগুলি সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত দর্শনের দ্বারা অনুগ্রহীত চক্ষুজন্য বলে কালের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয়।[৮]

ন্যায় - বৈশেষিকগণের মতানুযায়ী, কাল হল অনুমেয় পদার্থ। পূর্বাপর প্রভৃতি হেতুর দ্বারা কালের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। কিন্তু ভাট্ট মতানুযায়ী, কাল হল প্রত্যক্ষগম্য পদার্থ। ভাট্টগণের উক্ত মত খন্ডনের জন্য ন্যায়- বৈশেষিকগণ প্রশ্ন করেন, কালের প্রত্যক্ষ কিভাবে সম্ভব? কেননা তাঁদের মতানুযায়ী, কাল হল অতি সূক্ষ্ম বস্তু। যা সূক্ষ্ম বস্তু হয়, তার প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। সুতরাং কাল যেহেতু অতি সূক্ষ্ম বস্তু, তাই তার প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়।[৯] এছাড়া বৈশেষিকগণ আরও বলেছেন, কাল হল পরোক্ষ পদার্থ। এবং পরোক্ষ পদার্থের ধর্ম হল অপ্রত্যক্ষ। অর্থাৎ, যেহেতু কাল পরোক্ষ পদার্থ, তাই তার প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। এই বিষয়টিকে একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। আকাশ হয় সর্বব্যাপী পদার্থ। তাই আকাশের সঙ্গে সমস্ত কিছুর সংযোগ সম্ভব। যেমন - আকাশের সঙ্গে ঘটের সংযোগ সম্ভব হলেও, আকাশের সঙ্গে

ঘটের সংযোগ প্রত্যক্ষগম্য হয় না। কিন্তু টেবিলের সঙ্গে পুস্তকের সংযোগ প্রত্যক্ষ হয়। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষগম্য না হওয়ার কারণটি হল, আকাশ ও ঘটের সংযুক্তি অতি সূক্ষ্ম। তাই তাদের প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। টেবিল ও পুস্তকের সংযোগটি সূক্ষ্ম নয়, তাই তাদের প্রত্যক্ষ সম্ভব। অতএব, আকাশ সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়ায়, আকাশের সহিত ঘটের সংযোগের যেমন প্রত্যক্ষ হয় না, ঠিক একইভাবে কাল সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়ায় কালের যে ভেদগুলি, সেগুলিরও প্রত্যক্ষ হয় না।[১০]

ভাট্ট মতানুযায়ী, যখন আমরা বলি 'এই ক্ষণেই আমি এই বিষয়টি সম্পর্কে জানলাম' এবং 'অনেকক্ষণ ধরে আমি ফুলটিকে দেখছি' ইত্যাদি জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণেরও প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। এছাড়া 'অনেকক্ষণ ধরে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি'- এক্ষেত্রে অপেক্ষা করার অনুভবের সঙ্গে ঠিক একইভাবে কালের অনুভব হয়ে যায়। একইভাবে যখন বলা হয়, 'এতক্ষণ ধরে আমি ঘটটিকে দেখছি' একথা বলার মাধ্যমে এই অনুভবে ঘটের প্রত্যক্ষের সঙ্গে কালের প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে ভাট্ট মীমাংসকদের এই যুক্তিটিকে বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন নি।[১১]

এই যুক্তির উত্তরে ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেছেন, বৈশেষিকগণ কালকে অনুমেয় বলে স্বীকার করলেও, তাঁরা কালকে অনুমেয় রূপে স্বীকার করেন নি। কেননা, বৈশেষিকগণ যে অর্থে কালকে সূক্ষ্ম বলেছেন, ভাট্ট মীমাংসকগণ সেই অর্থে কালকে সূক্ষ্ম রূপে স্বীকার করেন না।

শাস্ত্রদীপিকার যুক্তিপুরণী সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা টীকাতে দুটি যুক্তির কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, ভাট্টগণ, 'যা অরূপী তার প্রত্যক্ষ হয় না' - এর ব্যাভিচার দেখিয়েছেন এবং স্বয়ং ন্যায় - বৈশেষিকগণও সর্বক্ষেত্রে এই নিয়মকে বহাল রাখতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত, ভাট্টগণের মতানুযায়ী, তাঁদের প্রত্যক্ষের লক্ষণটাই অন্যরকম, ন্যায় - বৈশেষিকদের থেকে ভিন্ন।[১২]

বৈশেষিকগণ বলেন, দ্রব্যরূপে কালের প্রত্যক্ষগম্য না হওয়ার কারণ হল, তার মধ্যে উদ্ভূত রূপের অভাব। কেননা, যা রূপবিশিষ্ট তার কেবল প্রত্যক্ষ হয়। যা রূপহীন, তার প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। যেমন - টেবিলটির প্রত্যক্ষের কারণ হল, টেবিলের উদ্ভূত রূপ। বৈশেষিকগণ প্রশ্ন করেন, কালের কোনো উদ্ভূত রূপ না থাকায় ভাট্টগণ কিভাবে কালের প্রত্যক্ষের কথা বলেন? উত্তরস্বরূপ ভাট্টগণ বলেন, 'যা রূপহীন তার প্রত্যক্ষ হয় না'- এই ব্যাপ্তি বৈশেষিকগণ সর্বক্ষেত্রে বহাল রাখতে পারেন না। যেমন- বৈশেষিকগণের মতানুযায়ী, আকাশ রূপহীন কিন্তু তাঁরা আকাশের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। এছাড়া, আমরা উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও আকাশকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। সুতরাং, কালকে প্রত্যক্ষগম্য রূপে স্বীকার না করার যে নিয়ম, সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। এবং সেই নিয়মকে বৈশেষিকগণ সর্বক্ষেত্রে বহাল রাখতে পারেন না।[১৩]

বৌদ্ধমত অনুযায়ী, বিষয়ের পরোক্ষাপরোক্ষত্বের দ্বারা জ্ঞানের পরোক্ষাপরোক্ষত্ব হয়। এই বিষয় দুই প্রকার, যথা - সামান্য লক্ষণ ও স্বলক্ষণ। কেবলমাত্র স্বলক্ষণেরই প্রত্যক্ষ হয় এবং সামান্য লক্ষণেরই অনুমান হয়। সামান্য লক্ষণের প্রত্যক্ষ হয় না এবং স্বলক্ষণের অনুমান হয় না। তাঁরা বিষয় নির্ধারণ করে, তার দ্বারা জ্ঞানকে নির্ধারণ করেছেন। ভাট্ট মীমাংসকগণ, বৌদ্ধদের এই মত স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেছেন, জ্ঞানের পরোক্ষাপরোক্ষত্বের দ্বারা বিষয়ের পরোক্ষাপরোক্ষত্ব হয়। বৌদ্ধগণ স্বীকৃত বিষয় সংক্রান্ত মতের খন্ডন প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষের লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। এই লক্ষণটি হল - 'কোনো কিছুর অবভাস যদি বিশদ আকারে হয়', তাহলে তার প্রত্যক্ষ হয়। আর, যদি সেই অবভাস বিশদ আকারে না হয়, তাহলে সেটির পরোক্ষ হয়। বৌদ্ধ মতানুযায়ী, 'গোত্ব' প্রকার বোধটি সামান্য লক্ষণের বিষয় অর্থাৎ গোত্বের অনুমান হয়।

ভাট্ট মতে, 'গোত্বের অনুমান হয়' - একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ভাট্টগণ বলেন, গোত্ব প্রকার বোধটিতে গরুর জ্ঞান আছে, গো পদার্থ আছে এবং তাদের মধ্যে সম্বন্ধও আছে। অতএব, গোত্ব প্রকার বোধের বিশদ অবভাস হচ্ছে। তাই, গোত্ব প্রকার বোধটির অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ হয়। একইভাবে কালের ক্ষেত্রেও যখন আমরা বলি, 'এতক্ষণ পর্যন্ত আমি ঘটটিকে দেখেছিলাম' - এই জ্ঞানে আমার ঘটের বিশদ অবভাস হচ্ছে এবং 'এতক্ষণ' শব্দের দ্বারা ক্ষণেরও বিশদ-অবভাস হচ্ছে। ঘটের বিশদ অবভাস হওয়ার জন্য ঘটের প্রত্যক্ষ হয় এবং ক্ষণের বিশদ অবভাসের জন্য ক্ষণেরও প্রত্যক্ষ হয়। এছাড়া, ভাট্টগণ বলেছেন, তাঁদের উল্লিখিত প্রত্যক্ষের লক্ষণের দ্বারা 'যা রূপবিশিষ্ট, তার প্রত্যক্ষ হয়' - একথা প্রমাণ হয় না। কেননা, জ্ঞানের দ্বারাই বিষয়ের পরোক্ষাপরোক্ষত্বের ব্যবস্থা হয় অর্থাৎ যার অপরোক্ষাবভাস হয়, তার প্রত্যক্ষ হয়। এবং যার অপরোক্ষাবভাস হয় না, তার পরোক্ষ হয়। কালের অপরোক্ষাবভাস হওয়ায় প্রত্যক্ষ হয়।[১৪]

শাস্ত্রদীপিকার যুক্তিপুরণী সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা টীকাতে বলা হয়েছে - যখন আমরা বড় বড় চোখ করে একটি ঘটকে প্রত্যক্ষ করি এবং আমরা বলি যে, 'আমি অনেকক্ষণ ধরে ঘটটিকে দেখছিলাম'। তখন ওই বিস্ফারিত চক্ষু দ্বারা যেমন ঘটকে প্রত্যক্ষ করছি, ঠিক একইভাবে তার সঙ্গে কালকেও প্রত্যক্ষ করছি। কারণ উভয়ত্রই যখন ব্যাপ্যদেশ হচ্ছে, তখন বস্তুটা পরামর্শের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণের পরামর্শও হয়ে যায়। তাই ভাট্ট মতে, কাল পরোক্ষ নয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়।[১৫]

ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেন, ন্যায়- বৈশেষিকগণ যদি কালকে প্রত্যক্ষগম্য রূপে স্বীকার না করেন, তাহলে স্মৃতি বা স্মরণের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। নৈয়ায়িকগণ স্মৃতির লক্ষণ প্রসঙ্গে তর্কসংগ্রহে বলেছেন, যে জ্ঞান শুধুমাত্র সংস্কার দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাকে স্মৃতি বলা হয়।[১৬] অর্থাৎ পূর্বে কোন বস্তু বা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ না হলে, পরবর্তী সময়ে তার স্মরণ বা স্মৃতির প্রসঙ্গ ওঠে না। সুতরাং, প্রত্যক্ষ ব্যতীত স্মৃতি সম্ভব নয়। যেমন- কোন এক সময়ে আমি পুরীর সমুদ্র দেখেছিলাম। অনেকদিন পর আমি পুরীর সমুদ্রে বেড়াতে যাওয়ার বিষয়টি স্মরণ করার সময় বলি, 'সেইসময় খুব ভালোভাবে পুরীর সমুদ্র দেখেছিলাম'। এখানে পুরীর সমুদ্র স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে 'সেইসময়' বলার মাধ্যমে কালের স্মরণও হয়ে যায়। পূর্বে পুরীর সমুদ্র প্রত্যক্ষ করেছিলাম তাই পরবর্তী সময়ে পুরীর সমুদ্রকে স্মরণ করতে পারছি। ঠিক একইভাবে, এখন কালের স্মরণ হচ্ছে অর্থাৎ পূর্বে আমরা কালকে প্রত্যক্ষ করেছি। সুতরাং, কালের স্মরণকে ব্যাখ্যা করার জন্য কালের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন। যদি কালকে প্রত্যক্ষগম্য পদার্থ রূপে স্বীকার না করি, তাহলে কালের স্মরণের বা স্মৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, নৈয়ায়িক স্বীকৃত স্মৃতির লক্ষণ অনুযায়ী, যা অননুভূত তার স্মরণ হয় না।[১৭]

দৈনন্দিন জীবনে আমরা বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রিয়া করে থাকি বা মনের ভাব বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি। এখানে দুটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কাল পরামর্শের বিষয়, সেটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমত, কোন ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করল- 'এখানে কি ঘটটি ছিল?' আমি প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ বললাম, 'এক্ষুনি তো আমি ঘটটাকে দেখেছিলাম, এখন সে কোথায় গেল!' এই 'এক্ষুনি তো আমি ঘটটাকে দেখেছিলাম'- একথা বলার অর্থ হল, যে ঘটটাকে আমি পূর্বে দেখেছিলাম, সেটি 'এক্ষুনি' স্মরণ করলাম এবং ঘটের স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণের স্মরণও হয়ে যায়। ঘটটি স্মরণ হওয়ার কারণ হল, পূর্বে ঘটের প্রত্যক্ষ। অতএব, ঠিক একই যুক্তিতে আমরা বলতে পারি, ক্ষণের স্মরণ হওয়ার কারণ হল, ক্ষণের পূর্বে প্রত্যক্ষণ। দ্বিতীয়ত, যখন

বলা হয়, 'সকাল থেকেই তো আমি ঘটটিকে দেখেছিলাম' ইত্যাদি। উক্ত দুটি স্থলেই আমার বিষয়ের পরামর্শের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণের পরামর্শও হয়ে যায়। এটি স্বীকার করতে হয়।[১৮]

কালভেদ যদি অগৃহীত হয় অর্থাৎ যদি কালভেদের জ্ঞান পূর্বে প্রত্যক্ষ না হয়, তাহলে কালভেদের স্মরণ জ্ঞান কখনোই সম্ভব হয় না। তাই ভাট্ট মীমাংসগণ বলেছেন, কালের অস্তিত্ব অনুমানগম্য নয়, তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়।[১৯]

ভাট্ট মীমাংসকগণের, কালের অস্তিত্ব প্রমাণের যুক্তিগুলি আলোচনার মাধ্যমে, কালের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে পারি। সেগুলি হল নিম্নরূপ -

a) কাল নিত্যদ্রব্য অর্থাৎ কালের উৎপত্তি ও ধ্বংস নেই।
b) কাল বিভু দ্রব্য অর্থাৎ সর্বব্যাপী।
c) কাল নিরবয়দ্রব্য অর্থাৎ কালের কোন অবয়ব নেই।[২০]
d) কাল দ্রব্যকে আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে পেয়ে থাকি।
e) দ্রব্যরূপে কাল হল অবিভাজ্য অর্থাৎ এক।[২১]
f) যুগপদ্, ক্ষিপ্রত্ব ইত্যাদি পদগুলি ইন্দ্রিয়জন্য।
g) কালের অবভাস বিশদাকারে হয়।
h) কাল এক হলেও উপাধিবশতও ঔপাধিক ভেদের ব্যবহারে কাল আছে। যেমন - কাষ্ঠা, মুহূর্ত, অহোরাত্র, মাস প্রভৃতি।[২২]
i) কালকে আমরা ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণের মাধ্যমে পেয়ে থাকি।

উপরিক্ত বিষয়টি বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, বৈশেষিকগণের মতে, কালের মধ্যে উদ্ভূতরূপের অভাব আছে, তাই কাল অনুমানগম্য। উক্ত যুক্তিটিকে বৈশেষিকগণ সর্বক্ষেত্রে বহাল রাখতে পারেন নি। ভাট্ট মীমাংসকগণ কালকে প্রত্যক্ষগম্যরূপে স্বীকার করার জন্য যে যুক্তিগুলি প্রদান করেছেন, সেগুলি তুলনামূলক ভাবে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তথাপি, মনের এক কোণে প্রশ্ন থেকেই যায় যে, অন্যান্য দ্রব্যকে আমরা ছয়টি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যেভাবে প্রত্যক্ষ করি, দ্রব্যরূপে কালকে কি আমরা সেইভাবে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পায়?

তথ্যসূত্র:

১। নারায়ণ ভট্ট, মানমেয়োদয়। ।৬৩।৪২।১।
২। নারায়ণ ভট্ট, মানমেয়োদয়। ।৬৫।৪৪।৩।
৩। এতানি মনোব্যতিরিক্তানি প্রত্যক্ষাণি। তত্র চ
ব্যোমকালদিশামাদৌ প্রত্যক্ষত্বং সমর্থ্যতে। মানমেয়োদয়, নারায়ণ ভট্ট।
৪। নারায়ণ ভট্ট, মানমেয়োদয়।
৫। "স চ কালঃ ষড়িন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইতি পূর্বমেবোক্তম্।" মানমেয়োদয়, নারায়ণ ভট্ট।
৬। Studices In Nyaya-Vaisesika Metaphyics, Sadananda Bhaduri.
৭। মানমেয়োদয়, নারায়ণ ভট্ট।
৮। মানমেয়োদয়, নারায়ণ ভট্ট।

৯। "সন্নপি কালভেদোহতিসূক্ষ্মত্বান্ন পরামৃশ্যত ইতি চেৎ, অহো সূক্ষ্মদর্শী দেবানাংপ্রিয়ঃ"। শাস্ত্রদীপিকা, পার্থসারথি মিশ্র।

১০। "উত্তরোত্তরেষাং জ্ঞানানাম্। চোদয়তি সন্নপীতি। কালস্য পরোক্ষত্বাৎ- অপ্রত্যক্ষধর্মস্য তন্তুনভঃসংযোগবদপ্রত্যক্ষত্বাৎ ..."। শাস্ত্রদীপিকা, পার্থসারথি মিশ্র।

১১। "নাস্মাকং বৈশেষিকাদিবদপ্রত্যক্ষ কালঃ, এব অস্মিনক্ষণে ময়োপলব্ধ ইতি অনুভাবাৎ"। শাস্ত্রদীপিকা, পার্থসারথি মিশ্র।

১২। "নহি রূপিপ্রত্যক্ষমিসাকং প্রত্যক্ষলক্ষণংকিংতু সংবিদেব পরোক্ষাপরোক্ষনির্ভাসা জ্ঞায়মানা ইদং প্রত্যক্ষমিদমপ্রত্যক্ষমিতি বিভজতে"। শাস্ত্রদীপিকা, পার্থসারথি মিশ্র।

১৩। "অরূপস্যাপ্যাকাশবতপ্রক্ষত্বং ভবিষ্যতি"। শাস্ত্রদীপিকা, পার্থসারথি মিশ্র।

১৪। "অত অস্তি বিকল্পস্যাহি বিশদ অবভাসত্বম ইতি প্রত্যক্ষম"। শাস্ত্রদীপিকা, পার্থসারথি মিশ্র।

১৫। "বিস্ফারিতাক্ষস্য তু ভবত্যেবোত্ত... ইতি"। শাস্ত্রদীপিকা, পার্থসারথি মিশ্র।

১৬। "সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানম্"। তর্কসংগ্রহ, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী।

১৭। "যো হি সমানবিষয়া বিজ্ঞানধারয়া চিরমবস্থায়োপরতঃ সোহনন্তরক্ষণসংবন্ধিতয়ার্থ স্মরতি"। শাস্ত্রদীপিকা, পার্থসারথি মিশ্র।

১৮। "তথাহি কিমত্র ঘটোবস্থিত ইতি পৃষ্টঃ কথয়তি অস্মিন ক্ষণে ময়োপলব্ধ ইতি"। শাস্ত্রদীপিকা, পার্থসারথি মিশ্র।

১৯। "কালভেদে খগৃহীতে কথমেবং বদেৎ"। শাস্ত্রদীপিকা, পার্থসারথি মিশ্র।

২০। "স্বরূপাণি নিরূপ্যন্তে ব্যোমাদীনামথ ক্রমাৎ। নিত্যানি চানবয়বদ্রব্যাণি চ বিভূনি চ।।" মানমেয়োদয়, নারায়ণ ভট্ট।

২১। "ননু কালভেদসৌপাধিকত্বাৎ কেনোপাধিনাবচ্ছিন্নানাং কালাংশানামত্রাবগম ইতি বক্তব্যম্ উচ্যতে।" মানমেয়োদয়, নারায়ণ ভট্ট।

২২। "কালস্যাপি বিভুত্বেহপি উপাধিবশাদৌপাধিকো ভেদব্যবহারোহস্তি।" মানমেয়োদয়, নারায়ণ ভট্ট।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। প্রশস্তপাদ, প্রশস্তপাদভাষ্য, শ্রীধরাচার্যের ন্যায়কন্দলী টীকা সহ, দামোদরাশ্রম অনূদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

২। মিশ্র, কেশব, তর্কভাষা, গঙ্গাধর কর অনূদিত, কলকাতাঃ মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দ।

৩। মুণি, মহর্ষি কণাদ, বৈশেষিক সূত্র, কলকাতাঃ চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ।

৪। মিশ্র, পার্থসারথি, শাস্ত্রদীপিকা, শ্রী ধর্মদত্ত ঝা অনূদিত, বারানসি, চৌখাম্বা কৃ দাস অ্যাকাডেমি, ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

৫। ত্রিপাঠী, শ্রী দীননাথ, মানমেয়োদয়ঃ, কলিকাতাঃ সংস্কৃত কলেজ, ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

৬। Balslev, Anindita Niyogi. A study of time in Indian philosophy. MunshiramManoharlal Publishers, New Delhi, 2009.

৭। Prasad, Hari. S. (Ed). Time in Indian Philosophy: A collection of Essays, Sri Satguru publication, Delhi, 1992.